নৈতিক স্মৃতিচারণ হিসেবে ইতিহাস
সিপি গ্যাং-এর "বেশ্যা" ব্যানার

রেহনুমা আহমেদ

একটি ঘটনা কেন্দ্র করে লেখাটির শুরু। ক্রমে তা বিস্তৃত হয়েছে ইতিহাস ও সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কের গভীর অনুসন্ধান এবং ক্ষুরধার বিশ্লেষণ নিয়ে। সর্বজনকথায় এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

১ প্রাককথন

এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে ১৩ই অক্টোবর ২০১৪ সালে, অধ্যাপক পিয়াস করিমের আকস্মিক মৃত্যুতে। প্রায় দু'দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করার পর ২০০৭ সালে তিনি দেশে ফিরেন এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডা. আমেনা মহসিন ও পিয়াস করিম মার্চ, ২০১৩ সালে বিয়ে করেন; পিয়াস করিমের আগের ঘরের পুত্রসন্তান হাইস্কুল-পড়ুয়া ছাত্র দ্রাবিড় করিম তাদের পরিবারের সদস্য ছিল। তরুণ বয়সে বন্ধুমহলে বামঘেঁষা বলে পরিচিত হলেও দেশে ফেরার পর তিনি ধীরে ধীরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর প্রতি ঝুঁকে পড়েন। মধ্যপন্থী দল বলে পরিচিত এই দলটি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পরম শত্রু। টিভি টক শো'র চেনা মুখ হিসেবে পিয়াস করিম পরিচিতি লাভ করেন; জাতীয় সংসদে অর্থবহ আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের অভাবে এ দেশে টক শো অতি-জনপ্রিয় (তবে লক্ষণীয়, dissident বা ভিন্নমতাবলম্বী আলোচকরা বাদ পড়ার কারণে টক শোর জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে)। গণজাগরণ মঞ্চ নিয়ে পিয়াস করিমের মন্তব্য- "ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে" - তাকে প্রবল নিন্দার মুখোমুখি করে তোলে। ব্লগার ও অ্যাক্টিভিস্টদের প্রতিবাদ থেকে জন্ম নেয়া এই আন্দোলন দ্রুত পরিণত হয় জনজোয়ারে, ঢাকা শহরের শাহবাগ থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। যখন অধ্যাপক করিম এই মন্তব্যটি করেন তখন গণজাগরণ আন্দোলন তুঙ্গে ছিল।

তার স্পষ্টভাষিতার কারণে সোশ্যাল মিডিয়া ও গণমাধ্যমে তিনি বিষোদগারের পাত্র হন। হয়তবা এ কারণেই তার বাসভবনে নভেম্বর, ২০১৩ সালে হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয় (হামলার সময় পিয়াস করিম ও আমেনা মহসিন বাসায় না থাকাতে অক্ষতভাবে বেঁচে যান কিন্তু তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা কর্মীর পায়ে গুলি লাগে[১])। কারো কারো মতে, এ ধরনের ঘটনার কারণে বিএনপির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তার জনপরিচিতি ছিল; বিএনপি ও তার জোটের অংশীদার জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে যেমন সমর্থন ছিল (শেষোক্ত দলের প্রধান নেতারা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত/দোষী সাব্যস্ত), তেমনই ছিল টেলিভিশন দর্শকদের মধ্যেও যারা আওয়ামী লীগের অপশাসনে অসন্তুষ্ট।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা'পর তার ভাই অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান যে তার মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে জনসাধারণের শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য। জাতীয় খবর হিসেবে এই সংবাদটি বিভিন্ন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়। এটি অপ্রত্যাশিত ছিল না, দাফন কিংবা সৎকারের জন্য শেষ গন্তব্যস্থলে নেওয়ার আগে খ্যাতমান বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি এদেশে এভাবেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শাসকদলের সাথে ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা বিষোদগার করেন, এটি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে:- পিয়াস করিম শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করেছিলেন। এক কথায়, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-বিরোধী (এই অভিযোগের সত্যতা ইউটিউবে মেলে না; যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন না হওয়াতে তিনি এর সমালোচনা করেছিলেন)। খুব শিগগিরি একটি চমকপ্রদ স্লোগান যা প্রতিবাদ ও প্রতিবাদকারীদের সংগঠিত করতে সাহায্য করে -"পিয়াস করিমের লাশের ভার, বইবে না শহীদ মিনার" - মুখে মুখে রটে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক এর সাথে দেখা করেন, প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি বাপ্যাদিত্য বসু, ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক তানভীর রুসমত, ছাত্রলীগ (জাসদ) এর সভাপতি শামসুল ইসলাম সুমন এবং শাসক দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা। উপাচার্যের আশ্বাসের কথা জানিয়ে বসু সাংবাদিকদের বলেন, অধ্যাপক পিয়াস করিমের মরদেহ শহীদ মিনারে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। অধ্যাপক করিমের বিরুদ্ধে নতুন-নতুন অভিযোগ উত্থাপিত হয়: তার পিতা ও পিতামহ রাজাকার ছিলেন, তারা ১৯৭১-এ স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। পিয়াস করিম পাকিস্তানের চর ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই থেকে ভাতা পেতেন।

গণজাগরণ মঞ্চের একটি ভগ্নাংশ (তদ্দিনে গণ অন্দোলনটি চুপসে যায়; গুজব'মতে, এই পরিণতিতে এদেশের গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল), স্লোগান ৭১, প্রাণের আড্ডা ৭১ ও আরো কিছু অনলাইনভিত্তিক দল শহীদ মিনারে একটি অবস্থান কর্মসূচী আয়োজন করে। একদল শিল্পী এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন, রাজাকারদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয় শহীদ মিনারের চারপাশে; মিনারের উত্তরদিকে লেখা হয়, "পবিত্র শহীদ মিনার চরের লাশ বহন করবে না, পাকিস্তান নিয়ে যাও।" বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তাজনিত কারণে পুলিশকে তলব করেন; পুলিশ বাহিনী অতি দ্রুত শহীদ মিনারকে কর্ডন করে ফেলে।

১৫ই অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যাপক পিয়াস করিমের মরদেহ ১৭ই অক্টোবর (শুক্রবার) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আনার অনুমতি চাওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন। উপায় না দেখে তার

পরিবারবর্গ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা হাসপাতালের শবাগার থেকে তার মরদেহ ধানমন্ডির বাসভবনে নিয়ে যান। সংবাদ প্রতিবেদন মতে, অনেক মানুষের সমাগমে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররম মসজিদে। ঢাকা শহরের একটি গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরং অনুমতি প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডকে (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেন, এই অনুমতি আগেই দেওয়া হয়েছিল)। পিয়াস করিমের মরদেহ শহীদ মিনারে আনা প্রতিহত করার জন্য ১৭ই অক্টোবর সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয় মানববন্ধনের মাধ্যমে; অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন কামাল পাশা নেতৃত্বাধীন গণজাগরণ মঞ্চ, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম, সিপি গ্যাং, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, বঙ্গবন্ধু সৈনিক প্লাটুন, প্রাণের আড্ডা ৭১, স্লোগান ৭১, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ওয়াই প্লাটুন (কিছু কিছু দল মনে হয় নতুন, আগে কখনো তাদের নাম শুনিনি)। সমাবেশ আরো পরে শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর সভাপতি মেহেদী হাসান ৯ জন বুদ্ধিজীবীর নাম ঘোষণা করে বলেন তাদের প্রবেশ শহীদ মিনারে নিষিদ্ধঃ মাহফুজউল্লাহ (সিনিয়র সাংবাদিক), আসিফ নজরুল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আমেনা মহসিন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপক পিয়াস করিমের স্ত্রী), দিলারা চৌধুরী (নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক), তুহিন মালিক (আইনজীবী), ফরহাদ মজহার (লেখক ও কলামিস্ট), গোলাম মর্তুজা (সম্পাদক, *সাপ্তাহিক*), নূরুল কবীর (সম্পাদক, *নিউ এইজ*) ও মতিউর রহমান চৌধুরী (সম্পাদক, *দৈনিক মানবজমিন*)।

তালিকায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী দলভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের নামের সাথে যুক্ত করা হয় এমন বুদ্ধিজীবীদের নাম যাদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই, দলীয় মতাবলম্বী না হওয়ার কারণে তারা স্বাধীন চিন্তক হিসেবে পরিচিত। শাসকদল এ'দুয়ের কাউকেই সহ্য করতে পারে না। শুধু তাই নয়, টক শো দর্শকদের মধ্যে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে সরকার দু'একজনকে ভয়ও পায়। এই বিষয়টিকে উল্টোভাবে উপস্থাপন করেন হাসান সাহেবঃ ৯ জন বুদ্ধিজীবীকে শহীদ মিনার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ তারা পিয়াস করিমের মরদেহ সেখানে আনতে বদ্ধপরিকর। সমাবেশে ছাত্রলীগ ও ছাত্র মৈত্রীর নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে উচ্চারিত নামগুলো যে আগেই ঠিক করা হয়েছিল তা অনুমান করা যায় সিপি গ্যাংয়ের ব্যানার থেকে। ইংরেজি অক্ষর দুটো, 'সি' ও 'পি' ক্র্যাক প্ল্যাটুন এর সংক্ষেপ,[২] অরিজিনাল 'ক্র্যাক প্ল্যাটুন' ছিল সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এর ২ নং সেক্টরের অধীনস্থ একটি ছোট শহুরে গেরিলা দল। এই দলটি কিংবদন্তী হয়ে ওঠে কারণ তারা শত্রুর পেটের ভিতরে ঢুকে আক্রমণ করত, শারীরিক ক্ষতির চাইতে আরো বেশি ক্ষতি হতো শত্রুপক্ষের সাহস ও উদ্দীপনায়।

যাই হোক, এই সিপি গ্যাংয়ের ব্যানারের উচ্চতা ছিল মানুষের সমান, এতে নয়জন বুদ্ধিজীবীর পাসপোর্ট সাইজ ছবি বড় করে ছাপা হয়, প্রত্যেকের চেহারা কাটা হয় লাল ক্রস চিহ্ন দিয়ে। ব্যানারে লেখা ছিল, "মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে সুশীল নামধারী এইসব স্বাধীনতাবিরোধী বুদ্ধিবেশ্যাদের প্রতিহত করুন।"

শহীদ মিনারের ঘটনার ক'দিন পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক পিয়াস করিমের পক্ষে কথা বলেন। পিয়াসের বাবা মুসলিম লীগ নন, বরং আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনাসদস্যরা পিয়াসকে তুলে নেয় কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করছিলেন। বাবা মুচলেকা না লিখে দিলে, শান্তি কমিটিতে যোগ না দিলে, পিয়াস করিমকে সেনাসদস্যরা ছাড়ত না। দু'দিন পর জাতীয় প্রেস ক্লাবের বাইরে আইনমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই প্রতিবাদে গোটা বিশেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন, তাদের হাতে ছিল একাধিক সংগঠন/দলের ব্যানারঃ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টস ফোরাম, জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাজী আরিফ ফাউন্ডেশন। তারা বলেন, আইনমন্ত্রীর মন্তব্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এটি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। তাদের দাবি, আইনমন্ত্রীর ক্ষমা চাইতে হবে। এই প্রতিবাদ সমাবেশে আইনমন্ত্রীকে "নব্য-রাজাকার" ডাকা হয়; মন্ত্রীপরিষদ থেকে তাকে বাদ দেওয়ার দাবিও তোলা হয়।[৩]

শহীদ মিনারের ঘটনায় অনেকেই বিচলিত হন। একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, "ডিক্লেয়ারিং পিপল নন গ্রাটা। এ ডেঞ্জারাস পর্টেন্ট" (মানুষজনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। একটি বিপজ্জনক লক্ষণ)।[৪] বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এর প্রাক্তন সভাপতি রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শহীদ মিনারকে ব্যবহার করা উচিৎ না। প্রফেসর এমিরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে, নির্বাচিত নেতৃত্বের পরিবর্তে ছাত্র রাজনীতিতে "দলীয় নেতৃত্ব ঢুকে পড়েছে পেশী শক্তির জোরে।" বিএনপির একজন উচ্চপদস্থ নেতা শহীদ মিনারকে "আওয়ামী মিনার" ডাকেন; বিএনপি-ঘেঁষা একজন সিনিয়র সাংবাদিক বলেন শহীদ মিনার এখন একটি "নোংরা, দুর্গন্ধময়" স্থান।[৫] কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ স্মৃতিচারণ করে লেখেন, আমি পিয়াসের বাবাকে চিনতাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পিয়াসের চাচাকে পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। পরে তাকে ১৯৭১-এর শহীদদের তালিকা তৈরি করার কমিশনের প্রধান করা হয়। আমরা তাকে সেই কাজে সাহায্য করেছিলাম।[৬] ঘটনার ব্যাপারে সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল, 'শহীদ মিনার একটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ, এটি আওয়ামী লীগের সম্পত্তি না।' ঠাট্টার ছলে একজন পাঠক তার প্রতিক্রিয়া অনলাইনে ব্যক্ত করেন, "কোনো সমস্যা নেই, যাঁরা অবাঞ্ছিত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল...।" আরো চিন্তাশীল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মাহবুব মোরশেদ, "[ব্যানারের] এই ছবিটা ঐতিহাসিক। এই ছবিতে যাদের গালি দিয়ে কাটা চিহ্নের নিচে ফেলে দেয়া হয়েছে তাদের বিশেষ একটা পরিচয় আছে। এই মানুষগুলো টকশোতে দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সমালোচনা করেছেন। মতপ্রকাশের অধিকারকে আওয়ামী লীগ কাটাচিহ্নের নিচে ফেলে দিয়েছে এখন। এই ছবিটাই তার প্রমাণ।"[৭]

পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটেও ছিল। এই নয়জন বিশিষ্ট নাগরিকদের কবে থেকে শহীদ মিনারে প্রবেশ নিষিদ্ধ তা স্পষ্ট ছিল না। জীবিত অবস্থায়? নাকি স্ব স্ব মৃত্যুর পর? অর্থাৎ, তাদের মরদেহ কি শহীদ মিনারে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আনা যাবে না? পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছিল না।[৮] প্রথমটা হয়ে থাকলে অনতিবিলম্বে "লাশের ভার" ঐক্য মঞ্চের "নিষেধাজ্ঞা" লঙ্ঘিত হয়। নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর ২৪ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ভাষা সংগ্রামী আব্দুল মতিন স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন।[৯] জনাব মতিন ১৯৫২ সালের সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন কমিটির কনভেনার ছিলেন, এই

ভূমিকার জন্য তিনি "ভাষা" মতিন নামে পরিচিত।[১০] আব্দুল মতিন ৮ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন, অর্থাৎ, পিয়াস করিমের মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে। ভাষা সংগ্রামী কমরেড আব্দুল মতিন স্মরণ জাতীয় কমিটি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মৃত্যুর পর ভাষা মতিনের প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শিত না হওয়ার কারণে বক্তারা তাদের রাগ ও ক্ষোভের কথা বলেন। মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এই "ব্যর্থতা"র জন্য জাতির পক্ষ থেকে ভাষা মতিনের কাছে ক্ষমা চান। উক্ত ব্যর্থতা ঘটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শোকবার্তায় আব্দুল মতিনকে স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ "ঐতিহাসিক" ভাষা আন্দোলনের "একজন যোদ্ধা" হিসেবে অভিহিত করার পরও। মনে হলো, মতিনের আদর্শবাদিতা, তার আপোসহীন মনোভঙ্গি, ক্ষমতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পছন্দ না।

কিন্তু আমার মনোযোগের বিষয় হচ্ছে সিপি গ্যাংয়ের ব্যানার, বিশেষ করে "বুদ্ধিবেশ্যা" শব্দটি। আমার কলাম সিরিজ তা নিয়ে।

অধ্যাপক পিয়াস করিমের আত্মার শান্তি কামনা করি।

রেহনুমা আহমেদ: লেখক, গবেষক, কলামিস্ট।
ইমেইল: rahnumaa@gmail.com

[এই লেখা প্রথমে দৈনিক নিউ এইজ-এ ১৩-খন্ডে কলাম সিরিজ হিসেবে প্রকাশিত হয়: Rahnuma Ahmed, "History as Ethical Remembrance. Dhaka University, Shaheed Minar and CP Gang's 'bessha' banner." Parts I-XIII, published in New Age, 11-23 November 2015। এর লেখককৃত অনুবাদ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: রেহনুমা আহমেদ, *নৈতিক স্মৃতিচারণ হিসেবে ইতিহাস। সিপি গ্যাং-এর 'বেশ্যা' ব্যানার।* ঢাকা: দৃক বুক্স, ফাল্গুন ১৪২৪/ফেব্রুয়ারি ২০১৮।]

১. "পিয়াস করিমের বাসায় বোমা হামলা ও গুলি," কালের কণ্ঠ, ৯ নভেম্বর ২০১৩।

২. "CP Gang member held in capital," *Dhaka Tribune*, July 7, 2015|

৩. "আইনমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ, রাতের মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি," প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০১৪।

৪. "Declaring people non grata. A dangerous portent," Editorial, *The Daily Star*, October 20, 2014|

৫. 'শহীদ মিনার এখন আওয়ামী মিনার পরিণত হয়েছে': ড. পিয়াস করিম স্মরণে নাগরিক শোকসভায় বক্তারা," আমার দেশ, ১৯ অক্টোবর, ২০১৪।

৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, "অবমাননার উপত্যকা," প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর, ২০১৪।

৭. পাঠকের মন্তব্য। "নয়জন বিশিষ্ট নাগরিককে শহীদ মিনারে অবাঞ্ছিত ঘোষণা," প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ২০১৪।

৮. "বিশিষ্ট ৯ ব্যক্তিকে শহীদ মিনারে 'অবাঞ্ছিত ঘোষণা," যায়যায়দিন, ১৮ অক্টোবর ২০১৪। "৯ 'বুদ্ধিবেশ্যা'-র লাশ শহীদ মিনারে যাবে না," sahos24.com, ১৭ অক্টোবর, ২০১৪।

৯. "শহীদ মিনারে নূরুল কবির," *মানবজমিন*, ২৫ অক্টোবর ২০১৪। আব্দুল গাফফার চৌধুরী, "ভাষা-মতিনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না পাওয়ার বিতর্ক প্রসঙ্গে," *ইত্তেফাক*, ২৬ অক্টোবর, ২০১৪।

পাঠ্যপুস্তক থেকে সরকারের বাদ দেয়া রচনাবলী-২

সরকার সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার অংশ হিসেবে স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে বেশকিছু রচনা বাদ দিয়েছে। এই বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে সব নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে, সম্পাদকমন্ডলীকে না জানিয়ে এবং কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে, গোপনে। এই বাদ দেয়া লেখাগুলোর একটি সংকলন করেছিলেন সমুদ্র সৈকত। পরে তা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (এপ্রিল ২০১৭)। এই বাদ দেয়া লেখাগুলো কী কী তা সকলের জানার জন্য ধারাবাহিকভাবে সর্বজনকথায় প্রকাশ করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(নবম-দশম শ্রেণি)

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই॥